প্রশ্ন ১.১। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের তারিখ উল্লেখ কর। কে এই যুদ্ধে কার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন? [ক. বি. ১৯৮২, '৮৪ ; ত্রি. বি. ১৯৮৮]

উত্তর। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লীর শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে এই যুদ্ধে পরাজিত করেন।

প্রশ্ন ১.২। ভারত ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব কি? [ক. বি. ১৯৯৩]

উত্তর। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলে দিল্লী ও আগ্রা বাবরের হস্তগত হয় এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, "পানিপথের যুদ্ধ দিল্লী সাম্রাজ্যকে বাবরের হস্তে অর্পণ করল। লোদী বংশের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয়ে গেল এবং হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্ব চাঘতাই তুর্কীদের অধীনে আসল।"

প্রশ্ন ১.৩। খানুয়ার যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়? সেই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? [ক. বি. ১৯৮৬, '৯২ ; ত্রি. বি. ১৯৮৯, '৯১]

অথবা, কখন খানুয়ার যুদ্ধ হয়েছিল? কোন্ কোন্ পক্ষ এতে অংশগ্রহণ করেছিল? [বিদ্যা. বি. ১৯৯০, '৯৫, '৯৭]

উত্তর। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের মধ্যে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বাবর সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পরাজিত করেন।

প্রশ্ন ১.৪। বাবরের রাজপুত প্রতিপক্ষের নাম কি? কোথায় তাঁদের সাক্ষাৎ হয়? [ত্রি. বি. ১৯৯২]

উত্তর। বাবরের রাজপুত প্রতিপক্ষ ছিলেন চিতোরের রাজা সংগ্রামসিংহ। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার নিকট খানুয়া নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন।

প্রশ্ন ১.৫। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও খানুয়ার যুদ্ধ—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? [ক. বি. ১৯৯৩]

উত্তর। পানিপথের যুদ্ধ ও খানুয়ার যুদ্ধের মধ্যে খানুয়ার যুদ্ধকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করা যায়। পানিপথের যুদ্ধে কেবলমাত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় সূচিত হয়েছিল। কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীর পরাজয়ের ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে সর্বপ্রধান বাধা অপসারিত হয়। ভারতে রাজপুতদের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। বলা যেতে পারে পানিপথের যুদ্ধের পর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়, খানুয়ার যুদ্ধ তাকে পূর্ণতা দান করে। "খানুয়ার যুদ্ধের পূর্বে বাবরের হিন্দুস্তান জয়কে কেবলমাত্র অভিযানরূপে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এর পর হতে হিন্দুস্তান বিজয় বাবরের অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে পরিগণিত হয়।"

প্রশ্ন ১.৬। বাবরের রচিত গ্রন্থের নাম কি? এটা কি জাতীয় রচনা?

উত্তর। বাবরের রচিত গ্রন্থের নাম 'তুজুক-ই-বাবরী'। গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক। সমসাময়িক ভারতের ইতিহাস রচনায় তুর্কী ভাষায় রচিত তাঁর এই আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১.৭। হুমায়ুন কেন পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন?

উত্তর। আফগান দলপতি শের খাঁর নিকট ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হয়ে পারস্যে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি পারস্যের শাহের আশ্রয় ও আতিথ্য লাভ করেন।

প্রশ্ন ১.৮। শের শাহ-র মুঘল প্রতিপক্ষ কে ছিলেন? তিনি কোন্ শেষ যুদ্ধে শের শাহ দ্বারা পরাজিত হন?

[ত্রি. বি. ১৯৮৮]

উত্তর। শের শাহ-র প্রতিপক্ষ ছিলেন মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন শের শাহ-র নিকট পরাজিত হয়ে পারস্যে পালিয়ে যান।

প্রশ্ন ১.৯। কোথায় ও কিভাবে শের শাহ মৃত্যুবরণ করেন? [বিদ্যা. বি. ১৯৯১, '৯৫]

উত্তর। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় শের শাহ-র মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ১.১০। হুমায়ুনের অপর তিন ভ্রাতার নাম কি?

উত্তর। হুমায়ুনের অপর তিন ভ্রাতার নাম হল কামরান, হিন্দাল ও আসকারী।

Scanned with CamScanner